আলোর পথে উপকূলের নারী
নবায়নযোগ্য শক্তিতে স্বাবলম্বিতার সংগ্রাম

প্রকাশক ঃ প্রান্তজন

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রান্তজন

সম্পাদনা পর্ষদ ঃ
মোঃ তৌহিদুল ইসলাম শাহাজাদা
মোঃ সাইফুল্লাহ মাহমুদ

কৃতজ্ঞতা ঃ
আজাদ আবুল কালাম
মোঃ হামিদুল ইসলাম
শুভংকর চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ ঃ অপূর্ব গৌতম

বর্ণবিন্যাস ঃ জয় কম্পিউটার

Coastal Women on the Path of Light
The Struggle for Self-Reliance in Renewable Energy

Published by : Prantojon

Published on September 2025

Copyright : Prantojon

Editorial Board
Md. Tauhedul Islam Shahazada
Saifullah Mahamud

Honoured
Azad Abul Kalam
Md. Hamidul Islam
Shuvangkar Chakraborti

Cover : Apurba Gautam

Compose : Joy Computer

PRANTOJON
কুলসুম প্যালেস (৯ম তলা), মীরা বাড়ি সড়ক, বটতলা, বরিশাল।
Kulsum Palace (9th floor), Mira Bari Road,Bottala, Barishal.
Email: prantojon.bd@gmail.com, Web: www.prantojon.org. Mobile : +8801711-183330

CamScanner

সূচনা কথা

পটুয়াখালীর উপকূলীয় জনপদ কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়ন। গত চার বছর ধরে এখানে "ফেয়ার, গ্রিন অ্যান্ড গ্লোবাল (FGG III)" প্রকল্পের আওতায় অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় **'প্রান্তজন'** কাজ করে যাচ্ছে একটি ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর বা জাস্ট এনার্জি ট্রানজিশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

এই ধানখালী ইউনিয়নেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। উন্নয়নের এই বিশাল যজ্ঞের আড়ালে এখানকার সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছেন স্থানীয় নারীরা। তাই এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী নারীদের জীবনমান উন্নয়ন ও আয়ের পথ সুগম করতে 'প্রান্তজন' নিরলসভাবে কাজ করছে। বিশেষ করে বিধবা, বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্ত কিংবা যে নারীরা একাই পরিবারের গুরুদায়িত্ব পালন করছেন, তাদেরকে এই কার্যক্রমে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের সহায়তায় নারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সৌরচালিত সেলাই মেশিন, কৃষি সেচপাম্প, ইনকিউবেটর এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সোলার সিস্টেম। এই উপকরণগুলো কেবল যন্ত্র নয়, বরং তাদের জীবিকার নতুন হাতিয়ার। এফজিজি প্রকল্পের এই কার্যক্রম প্রমাণ করেছে যে, নবায়নযোগ্য শক্তি কেবল ছোটখাটো পারিবারিক চাহিদা পূরণের সীমায় আবদ্ধ নয় এটি নারীদের আয়ের চাকা সচল করতে এবং জীবনযাত্রার মান আমূল বদলে দিতে সক্ষম।

আজকের এই নারীরা কেবল নিজেরাই স্বাবলম্বী হননি, বরং তারা তাদের লব্ধ জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়ে পুরো কমিউনিটিকে আলোকিত করতে চান। তারা এখন সচেতন যে, জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষা নয়, বরং মানুষ ও প্রাণীকূলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যও অপরিহার্য।

আমাদের এই বুকলেটটি সেই অদম্য পরিবর্তনের যাত্রারই প্রতিচ্ছবি। এখানে স্থান পাওয়া প্রতিটি ছবি ও গল্প সাক্ষ্য দেয় নবায়নযোগ্য শক্তি যখন নারীর হাতে পৌঁছায়, তখন তা কেবল যান্ত্রিক শক্তি থাকে না; তা হয়ে ওঠে মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং একটি সবুজ ও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যতের প্রত্যয় হয়ে।

Introduction

Dhankhali Union represents a coastal settlement in the Kalapara Upazila of Patuakhali district. For the past four years, **'PRANTOJON'**, in partnership with **ActionAid Bangladesh** under the **'Fair, Green, and Global (FGG III)'** project, has been working tirelessly in this region to ensure a Just Energy Transition.

It is within this very union that two coal-fired power plants with a combined capacity of 1,320 MW have been established. While massive development unfolds, local women have become the primary victims of the resulting adverse social and environmental impacts. In response to this challenging situation, Prantojon is committed to enhancing the living standards and promoting income generation for women living below the poverty line. Special priority has been given to widows, divorcees, and women who act as the sole breadwinners for their families.

Through the project's intervention, women have been equipped with solar-powered sewing machines, agricultural irrigation pumps, incubators, and solar systems for small businesses. These are not merely instruments; they are new tools for their livelihood. The activities of the FGG project have demonstrated that renewable energy is not confined to meeting small household needs-it has the power to mobilize income generation for women and radically transform their quality of life.

Today, these women are not only self-reliant but also aspire to illuminate their entire community with their acquired knowledge and capabilities. They are now conscious of the truth that replacing fossil fuels with renewable energy and reducing carbon emissions is not just about protecting the environment-it is essential for sustaining the existence of humans and all living beings.

This booklet captures the reflection of that journey of resilience and change. Every photograph and story featured here bears witness to a profound truth: when renewable energy reaches the hands of women, it transcends mere mechanical power; it becomes a symbol of dignity, freedom, and an undying hope for a just and green future.

CamScanner

The Cluster Village: Six Women's Collective Dream Woven in the Warmth of Solar Energy

Pachjunia village in Kalapara's Dhankhali Union is home to displaced families living in cluster villages (Guchhagram). For women like Liza and Sujina Begum, running a household on a single, minimal income (like garment work or day labor) was a constant battle against extreme poverty and uncertainty. Six women from this Guchhagram decided to unite and face this difficult reality.

ActionAid Bangladesh and **PRANTOJON** came forward to support their collective dream. They provided an **advanced solar-powered incubator machine**. This machine became the heart of their enterprise. Critically, since there is zero cost for electricity, their profit margin increased significantly. Where an egg costs BDT 10-BDT 12, they sell a hatched chick for BDT 25-BDT 30.

The success story is deeply emotional. **One woman, while setting eggs, said: "Before, I had to borrow money just to buy food. Now, I can save money for my daughter's education. This machine has changed my life."**

With this initiative, one woman's monthly income now averages BDT 7,000 to BDT 8,000, which amounts to nearly BDT 91,800 annually. This change is not limited to the six women; approximately 117 families in Pachjunia village are now experiencing financial relief.

As Sujina Begum said during a gathering, **"To me, this is not just a machine; it is my source of freedom."** These solar-powered incubators are not merely technology-they are a promise of a new future where marginalized people and dreams on the coast have a chance to thrive.

CamScanner

নয়া ঠিকানা গুচ্ছগ্রাম ঃ সৌরশক্তির উষ্ণতায় ছয় নারীর সম্মিলিত পথচলা

কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের পাঁচজুনিয়া গ্রাম-এখানেই বাস্তুহারাদের নতুন ঠিকানা গুচ্ছগ্রাম। মোসাঃ লিজা, সুজিনা বেগম বা খাদিজা বেগমের মতো নারীদের জন্য স্বামীর সামান্য উপার্জন বা দিনমজুরি দিয়ে সন্তানদের পড়াশোনা চালানো ছিল এক কঠিন যুদ্ধ। চরম দারিদ্র আর অনিশ্চয়তার এই ঘোর বাস্তবতায় ঐক্যবদ্ধ হন গুচ্ছগ্রামের ছয় জন নারী।

তাঁদের সম্মিলিত স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে এগিয়ে আসে **অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ** ও **প্রান্তজন**। প্রান্তজনের প্রকল্পের সহায়তায় তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় **অত্যাধুনিক সৌরচালিত ইনকিউবেটর মেশিন**। এই যন্ত্রটি তাঁদের উদ্যোগের প্রাণকেন্দ্র। বিশেষত, বিদ্যুতের খরচ সম্পূর্ণ শূন্য হওয়ায় তাঁদের লাভের অঙ্ক আকাশ ছুঁয়েছে। যেখানে ডিমের বাজারমূল্য ১০-১২ টাকা, সেখানে ফোঁটা বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে ২৭-৩০ টাকায়।

এই সাফল্যের চিত্রটি যেন আবেগের প্রতিচ্ছবি। একজন নারী ইনকিউবেটরে ডিম রাখতে রাখতে বলছিলেন, **"আগে ভাত খাওয়ার টাকাই দেনা করা লাগতো। এখন বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য টাকা জমাতে পারি। এই মেশিন আমার জীবন পাল্টাই দিছে।"**

এই সৌর-নির্ভর উদ্যোগে একজনের মাসিক আয় দাঁড়াচ্ছে গড়ে ৭-৮ হাজার টাকা, যা বছরে প্রায় ৯০,৮০০ টাকা। এই বিশাল পরিবর্তন শুধু ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; পাঁচজুনিয়া গ্রামের প্রায় ১১৭টি পরিবার এখন আর্থিক স্বস্তি পাচ্ছে।

এই মেশিন শুধু নারী উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দেয়নি, সমাজেও এনেছে নতুন সম্মান। উঠোনে গল্প করতে করতে সুজিনা বেগম বলেন, **"আমার কাছে এইটা শুধু একটি মেশিন না, এইটা আমার স্বাধীনতার উৎস"**। এই সৌরচালিত ইনকিউবেটরগুলো তাই শুধু প্রযুক্তি নয়-এগুলো এক নতুন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, যেখানে নারী, প্রান্তিক মানুষ ও উপকূলের প্রতিটি স্বপ্ন টিকে থাকার সুযোগ পাচ্ছে।

CamScanner

From Poverty to Light: Soma's Solar Success Story

Soma is a resident of Purbo Londa village in the Dhankhali Union of Kalapara Upazila, Patuakhali District. In 2017, her husband, a construction worker at the Payra Thermal Power Plant, passed away unexpectedly, placing the entire burden of the family on her shoulders. Despite living at the center of this major development project, Soma sank into extreme poverty.

In this difficult situation, Soma did not break down; instead, she dreamed of becoming self-reliant by learning to sew. Driven by her own interest, she turned to online educational resources. However, the main obstacle to her independent income was the inability to afford a sewing machine or bear the high electricity costs required to operate one.

It was during this time that **'PRANTOJON'**, working in collaboration with ActionAid Bangladesh, brought a ray of hope. They provided Soma with a **solar-powered sewing machine**. This was not just a tool; it was the key to Soma's financial freedom. This renewable energy-based livelihood solution freed her from the worry of high electricity bills and opened the door to income generation.

Today, Soma is self-reliant. With the solar-powered sewing machine, she takes orders from the villagers and now has a stable income. This earning has not only provided her with money but has also given her dignity in society and the mental strength to work for her family. Her transformation proves that renewable energy does not just protect the environment-it brings dignity and independence to marginalized women.

Expressing her gratitude, Soma said :

"By using solar power for my sewing machine, I have both reduced my electricity bills and chosen an alternative path to increase my income. Thanks to ActionAid Bangladesh and Prantojon, I can now contribute more to my family's welfare."

CamScanner

অভাব থেকে আলোর পথে ঃ সোমার সৌরশক্তির জয়গাথা

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের পূর্ব লোন্দা গ্রামের বাসিন্দা সোমা। ২০১৭ সালে, এই গ্রামের দিগন্তে মাথা তুলে থাকা পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একজন নির্মাণ শ্রমিক স্বামী অকালে মারা গেলে, গোটা পরিবারের গুরুভার এসে পড়ে তাঁর কাঁধে। উন্নয়নের কেন্দ্রে থেকেও সোমার জীবনে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে সোমা ভেঙে না পড়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সেলাই শিখে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন। নিজের আগ্রহে তিনি অনলাইন শিক্ষামূলক সংস্থাগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তবে, একটি সেলাই মেশিন কেনার সামর্থ্য বা উচ্চ বিদ্যুৎ বিল বহন করার সাহস-এটাই ছিল তাঁর স্বাধীন আয়ের পথে প্রধান বাধা।

ঠিক এই সময়েই আশার আলো নিয়ে এগিয়ে আসে **অ্যাকশনএইড** বাংলাদেশের সহযোগিতায় কাজ করা **'প্রান্তজন'**। তারা সোমার হাতে তুলে দেয় একটি **সৌরশক্তি চালিত সেলাই মেশিন**। এটি কেবল একটি যন্ত্র ছিল না, ছিল সোমার আর্থিক স্বাধীনতার চাবিকাঠি। নবায়নযোগ্য শক্তি নির্ভর এই জীবিকা সমাধান তাঁকে উচ্চ বিদ্যুৎ বিলের চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় এবং আয়ের পথ খুলে দেয়।

আজ সোমা স্বাবলম্বী। সৌরচালিত সেলাই মেশিনের সাহায্যে তিনি গ্রামের মানুষের অর্ডার অনুযায়ী কাজ করছেন এবং তার আয় এখন স্থির। এই উপার্জন তাঁকে শুধু অর্থই দেয়নি, দিয়েছে সমাজে মর্যাদা এবং নিজের পরিবারের জন্য কাজ করার মানসিক শক্তি। তাঁর এই পরিবর্তন প্রমাণ করে, নবায়নযোগ্য শক্তি কেবল পরিবেশ রক্ষা করে না, এটি প্রান্তিক নারীদের হাতে মর্যাদা ও স্বাধীনতা এনে দিতে পারে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সোমা বলেন : **" আমার সেলাই মেশিনে সৌরশক্তি ব্যবহার করে আমি একদিকে যেমন বিদ্যুৎ বিল কমিয়েছি, তেমনি আয় বৃদ্ধির একটি বিকল্প পথও বেছে নিতে পেরেছি। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ এবং প্রান্তজনকে ধন্যবাদ, এখন আমি আমার পরিবারের কল্যাণে আরও বেশি অবদান রাখতে পারি।"**

CamScanner

Turning the Tide with Solar Power: The Story of Three Resilient Women

The lives of Kamona Begum, Mosammat Laiju Akhter, and Tania Begum from Debpur village, Chapampur Union, Kalapara Upazila, were intertwined with agriculture and relentless struggle. Their families primarily relied on their husbands' meager incomes, supplemented by their own hard work. Kamona's dream of sending her eldest daughter to higher secondary school, or Laiju's determination to farm leased land- agriculture was at the heart of their efforts. However, a major hurdle blocked their path: the exorbitant cost of diesel-powered irrigation pumps. With diesel prices rising every year, a large portion of their crop profits went into paying irrigation bills. To make matters worse, these women were also among the marginalized communities affected by the Kalapara Coal Power Plant.

In this difficult situation, **ActionAid Bangladesh** and **PRANTOJON**'s 'FGG' project brings a message of a new dawn. This organization has taken a life-changing step by providing three struggling women with a **solar-powered irrigation pump system** equipped with solar panels.

Freed from the burden of diesel smoke and expense, they felt as if they had regained a new lease on life. Now, they no longer have to pay extra money for irrigation; they can water their fields for free, using the power of the sun. They are not only irrigating their own land but are also earning additional income by providing water to others' fields.

This solar-powered pump is more than just a machine; it has become a symbol of sustainable livelihood and self-reliance for their families. With reduced costs, they now have extra money to cover their children's education expenses and other family needs. Solar energy has brought momentum to their farming, increased their income, and simultaneously opened up a new horizon of light in their lives, healing the wounds caused by the Kalapara Coal Power Plant.

CamScanner

অন্ধকার কাটিয়ে আলোর পথে ঃ সৌর পাম্পে ঘুরে দাঁড়ানো তিন সংগ্রামী নারী

কলাপাড়া উপজেলার চম্পাপুর ইউনিয়নের দেবপুর গ্রামের কামনা বেগম, মোসাঃ লাইজু আক্তার এবং তানিয়া বেগমের জীবন ছিল কৃষি আর সংগ্রামের এক অবিচ্ছিন্ন গল্প। তাঁদের পরিবারগুলো চলে মূলত স্বামীর স্বল্প আয়ে, যার সঙ্গে যোগ হয় তাঁদের নিজেদের কঠোর পরিশ্রম। বড় মেয়েকে উচ্চমাধ্যমিকে পড়ানো কামনার স্বপ্ন, বা অন্যের জমি লিজ নিয়ে ফসল ফলানো লাইজুর জেদ-সবারই কেন্দ্রে ছিল কৃষি। কিন্তু তাঁদের সব প্রচেষ্টার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল ডিজেলচালিত সেচ পাম্পের আকাশছোঁয়া খরচ। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বাড়ায় ফসলের লাভের সিংহভাগই চলে যেত সেচের বিল মেটাতে। অন্যদিকে, এই নারীরাই ছিলেন কলাপাড়া কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এক বৃহত্তর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে, এক নতুন ভোরের বার্তা নিয়ে আসে **একশনএইড বাংলাদেশ** এবং **প্রান্তজন** এর **ফেয়ার, গ্রিণ এ্যান্ড গ্লোবাল (এফজিজি) প্রকল্পটি**। সংস্থাটি তাঁদের জীবন বদলে দেওয়ার মতো একটি পদপে নেয় ক্ষতিগ্রস্থ এই তিন সংগ্রামী নারীকে **সৌরচালিত সেচ পাম্প** এবং সোলার প্যানেলসহ সম্পূর্ণ সেচ ব্যবস্থা প্রদান করা হয়।

ডিজেলের ধোঁয়া আর খরচের বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন। এখন আর সেচের জন্য বাড়তি টাকা গুনতে হয় না; সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সূর্যের আলো ব্যবহার করে তাঁরা জমিতে জল দিতে পারেন। শুধু নিজেদের জমি নয়, এখন তাঁরা অন্যের জমিতেও সেচ সুবিধা দিয়ে অতিরিক্ত আয় করছেন।

এই সৌরচালিত পাম্পটি শুধু একটি যন্ত্র নয়, এটি যেন তাঁদের পরিবারের জন্য টেকসই জীবিকা ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। খরচ কমে যাওয়ায় তাঁদের হাতে এখন বাড়তি টাকা থাকছে, যা দিয়ে সন্তানদের পড়ালেখার খরচ ও পরিবারের অন্যান্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। সৌরশক্তি তাঁদের কৃষিকাজে গতি এনেছে, বাড়িয়েছে আয়, আর একই সাথে কলাপাড়া কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্টের ক্ষত কাটিয়ে এঁদের জীবনে এক নতুন আলোর দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

CamScanner

The Wheel of Light Turns : The Solar Sewing Machine That Changed Sukhi's Life

Sukhi Begum and her husband used to run a small shop in Madhupara village, Dhankhali Union, Kalapara. However, their life's rhythm suddenly stopped after her husband's unexpected death right after Eid-ul-Azha in 2023. **The shop closed down in an instant**, and her family of four fell into deep uncertainty. Her biggest worry was the risk of her elder son's education stopping.

In this extreme darkness, **PRANTOJON** supported by **ActionAid Bangladesh**, brought a ray of hope. They gifted Sukhi Begum a **solar-powered sewing machine** as the key to an alternative income source. This was an extraordinary solution-while a regular machine requires high electricity bills, this solar machine brought the opportunity for earnings at **zero cost.**

After receiving this touch of renewable energy, Sukhi no longer needed to go outside. She started working for the villagers from home with dignity. This solar-powered sewing machine is not just a tool; it is a symbol of Sukhi's financial independence, granting her the freedom to live life on her own terms.

Today, Sukhi Begum is self-reliant. Her voice now rings with confidence:

"I am grateful to ActionAid Bangladesh and Prantojon for my solar-powered sewing machine. Now I can earn sitting at home. This is empowering me for my son's education."

Sukhi Begum's story proves that the **solar-powered sewing machine** is not just eco-friendly technology, but a powerful and stable tool for changing the destiny of marginalized families.

CamScanner

আলোর চাকা ঘুরিয়ে ঃ সৌরশক্তির সেলাই মেশিন, যা বদলে দিল সুখীর জীবন

কলাপাড়ার ধানখালী ইউনিয়নের মধুপাড়া গ্রামের সুখী বেগমের সংসার চলত স্বামীর সঙ্গে চালানো ছোট্ট একটি দোকানের আয়ে। চার সদস্যের এই পরিবারটির জীবনযাত্রায় হঠাৎই নেমে আসে চরম বিপর্যয় ২০২৩ সালের ঈদ-উল-আযহার ঠিক পরেই **স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে এক নিমেষে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হলো, এবং পরিবারটি পড়ল ঘোর অনিশ্চয়তায়**। জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হওয়ায় বড় ছেলের পড়ালেখার খরচ নিয়ে মায়ের মন কেবলই কাঁদত।

এই ঘোর অন্ধকারে আশার আলো নিয়ে এলো **অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ**-এর সহযোগিতায় কাজ করা **প্রান্তজন**। তারা সুখী বেগমকে বিকল্প আয়ের চাবিকাঠি হিসেবে উপহার দিল একটি **সৌরশক্তি চালিত সেলাই মেশিন**। এটি ছিল এক অসাধারণ সমাধান-যেখানে সাধারণ মেশিনে বিদ্যুতের উচ্চ বিলের বোঝা ছিল, সেখানে এই সোলার মেশিনটি শূন্য খরচে উপার্জনের সুযোগ এনে দিল।

নবায়নযোগ্য শক্তির এই জাদুকরী ছোঁয়া হাতে আসার পর সুখীর আর বাইরে যেতে হয়নি। তিনি ঘরে বসেই মর্যাদার সাথে গ্রামের মানুষের জন্য কাপড় সেলাই করে কাজ শুরু করলেন। সৌরশক্তি চালিত এই সেলাই মেশিনটি কেবল একটি যন্ত্র নয়, এটি সুখীর আর্থিক স্বাধীনতার প্রতীক, যা তাঁকে এনে দিয়েছে নিজের শর্তে বাঁচার স্বাধীনতা।

আজ সুখী বেগম স্বাবলম্বী। তাঁর কণ্ঠে এখন আত্মবিশ্বাসের সুরঃ

"আমার সৌরশক্তি চালিত সেলাই মেশিনের জন্য অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ এবং প্রান্তজনের কাছে কৃতজ্ঞ, এখন আমি ঘরে বসেই আয় করতে পারি। এইভাবে আমি আমার ছেলের শিক্ষার জন্য মতায়িত হচ্ছি।"

সুখী বেগমের এই গল্পটি প্রমাণ করে, **সৌরশক্তি চালিত সেলাই মেশিন** শুধু একটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নয়, এটি প্রান্তিক পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তনের এক শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হাতিয়ার।

CamScanner

Self-Reliant Beyond the Water's Edge :
The Life-Giving Touch of Solar Power in a Community Outside the Embankment

West Londa village, located on the banks of the Tiyakhali River in Kalapara Upazila, feels like a constant surrender to nature. Like 250 other families here, the lives of Farida, Sumi, and Asma, who live outside the protective embankment, are regularly flooded by tidal water. To escape this difficult existence, these three brave women decided to choose a new path: the **solar-powered irrigation pump**. The lives of these three women reflect immense struggle. Farida Begum, having lost her husband and only son, runs her family solely by cultivating 45 shotok (units of land) of government khas land. Sumi, whose farmland was acquired by the thermal power plant, left her rehabilitation house for her ather-in-law and now subsists on her day- flaborer husband's meager earnings. Asma's husband leases land every year to farm. Sustaining a future on such limited income was extremely challenging.

In this difficult situation, **ActionAid Bangladesh** and **PRANTOJON** came forward to help. They jointly provided these three courageous women with a **solar-powered irrigation pump**. This solar pump was a massive blessing because they can now successfully grow crops by irrigating their land adequately **without any cost for electricity.**

Today, the collective efforts of Farida, Sumi, and Asma have made the fields bloom again. Their initiative has not only brought water to their land but also financial self-reliance and new respect to their lives. **They believe firmly that the wave of change started by the solar irrigation pump will not stop-change is inevitable...**

CamScanner

জল-আঁধার পেরিয়ে স্বাবলম্বী ঃ বেড়িবাঁধের বাইরের জীবনে সৌরশক্তির সঞ্জীবনী ছোঁয়া

কলাপাড়া উপজেলার পশ্চিম লোন্দা গ্রাম, টিয়াখালী নদীর তীর ঘেঁষা এই জনপদের জীবন যেন প্রকৃতির কাছে এক নিরন্তর আত্মসমর্পণ। বেড়িবাঁধের বাইরে বসবাসকারী ২৫০টি পরিবারের মতো, ফরিদা, সুমি এবং আসমার জীবনও প্রতিনিয়ত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার লড়াইয়ে তাঁরা বেছে নিয়েছেন এক নতুন পথ সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প।

এই তিন নারীর জীবনই যেন এক একটি নীরব সংগ্রাম। স্বামী ও একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ৪৫ শতাংশ খাস জমিতে চাষাবাদ করে ফরিদা বেগম একাই হাল ধরে আছেন। অন্যদিকে, এক একর ফসলি জমি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অধিগ্রহণ হওয়ার পর পুনর্বাসনের ঘর ছেড়ে বাবার ভিটায় দিনমজুর স্বামীর স্বল্প আয়ে টিকে আছেন সুমি। আর আসমার স্বামী প্রতি বছর অন্যের জমি লীজ নিয়ে কৃষি কাজ করেন। সীমিত আয়ের এই পরিবারগুলোর জন্য জীবনধারণ ছিল দুঃসাধ্য।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে এলো **অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ** ও **প্রান্তজন**। এই তিন সাহসী নারীকে যৌথভাবে দেওয়া হলো একটি **সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প**। এই সোলার পাম্পটি ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ বিদ্যুৎ খরচ ছাড়াই তাঁরা এখন পর্যাপ্ত পানি সেচ দিতে পারছেন এবং সফলভাবে ফসল ফলাতে পারছেন।

আজ, ফরিদা-সুমি-আসমার সম্মিলিত উদ্যোগে ফসলের মাঠ আবার হাসছে। তাঁদের এই উদ্যোগ শুধু জমিতে জল দিচ্ছে না, তাঁদের জীবনেও এনেছে আর্থিক স্বাবলম্বিতা ও নতুন সম্মান।

তাঁরা মনে করেন, **এই উদ্যোগ তাঁদের জীবন পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি**। তাঁদের চোখে এখন দৃঢ় প্রত্যয়-**পরিবর্তন আসবেই**।

CamScanner

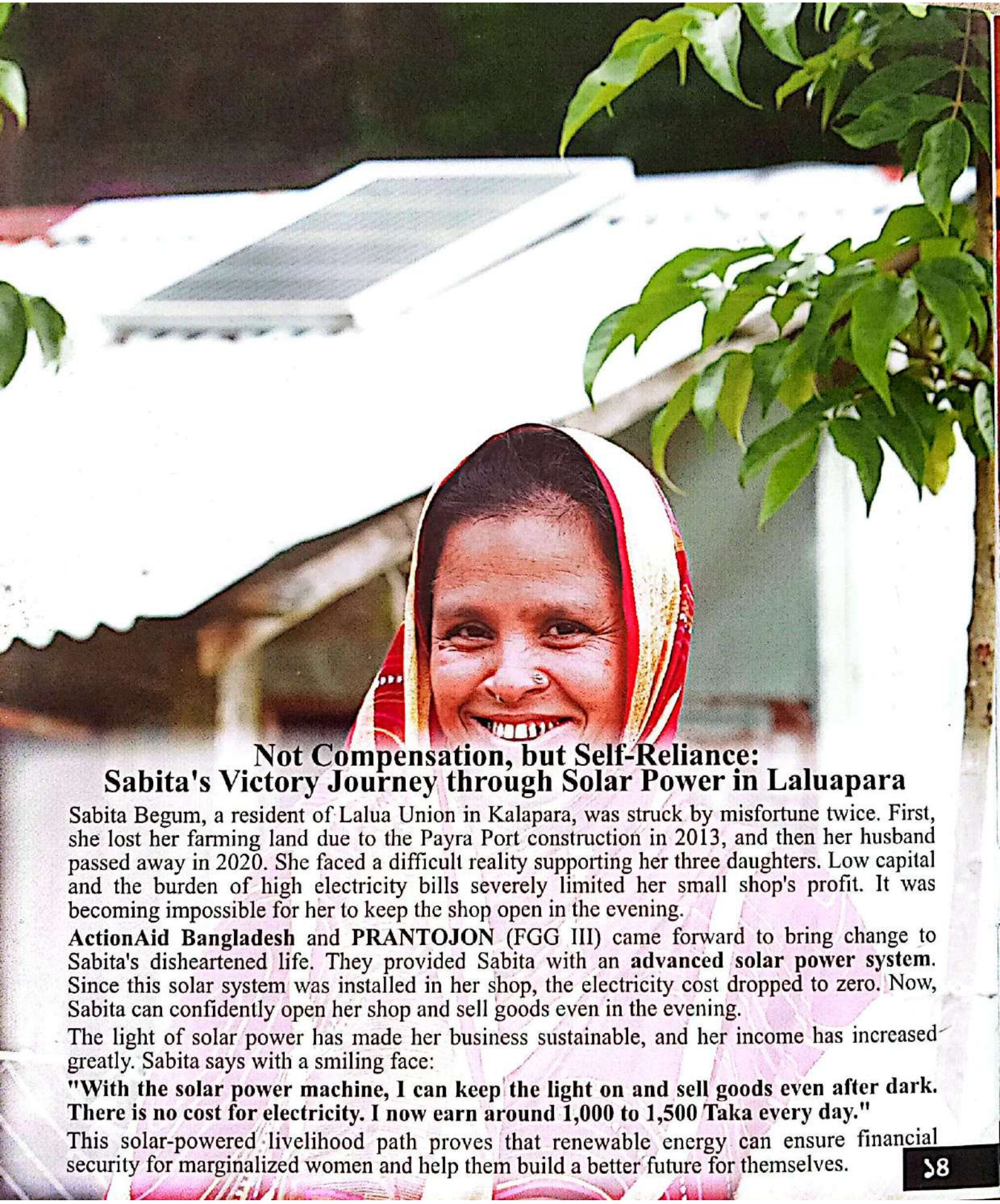

Not Compensation, but Self-Reliance: Sabita's Victory Journey through Solar Power in Laluapara

Sabita Begum, a resident of Lalua Union in Kalapara, was struck by misfortune twice. First, she lost her farming land due to the Payra Port construction in 2013, and then her husband passed away in 2020. She faced a difficult reality supporting her three daughters. Low capital and the burden of high electricity bills severely limited her small shop's profit. It was becoming impossible for her to keep the shop open in the evening.

ActionAid Bangladesh and **PRANTOJON** (FGG III) came forward to bring change to Sabita's disheartened life. They provided Sabita with an **advanced solar power system**. Since this solar system was installed in her shop, the electricity cost dropped to zero. Now, Sabita can confidently open her shop and sell goods even in the evening.

The light of solar power has made her business sustainable, and her income has increased greatly. Sabita says with a smiling face:

"With the solar power machine, I can keep the light on and sell goods even after dark. There is no cost for electricity. I now earn around 1,000 to 1,500 Taka every day."

This solar-powered livelihood path proves that renewable energy can ensure financial security for marginalized women and help them build a better future for themselves.

CamScanner

ক্ষতিপূরণ নয়, স্বনির্ভরতা ঃ সৌরশক্তিতে লালুয়া পাড়ার সাবিতার জয়যাত্রা

কলাপাড়ার লালুয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মোসাঃ সাবিতা বেগমের জীবনে আঘাত হানে দু'বার। প্রথমে পায়রা বন্দর কর্তৃক ফসলি জমি অধিগ্রহণ, আর তারপর ২০২০ সালে স্বামীর মৃত্যু। তিন কন্যা সন্তান নিয়ে স্বল্প আয়ের ছোট দোকানটির ওপর নির্ভর করেই তাঁকে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়। স্বল্প পুঁজি আর বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের বোঝা তাঁর দোকানের লাভকে একেবারেই সীমিত করে দিয়েছিল, সন্ধ্যার পর দোকান খোলা রাখা ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

দিশেহারা সাবিতার জীবনে পরিবর্তন আনতে এগিয়ে আসে **অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ** ও **প্রান্তজন**। তাঁরা সাবিতাকে একটি **অত্যাধুনিক সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা** প্রদান করেন। এই সোলার সিস্টেমটি দোকানে স্থাপন হওয়ায় বিদ্যুতের খরচ পুরোপুরি শূন্যতে নেমে আসে। এখন সাবিতা সন্ধ্যাতেও নিশ্চিন্তে দোকান খুলে বেচা-বিক্রি করতে পারেন।

সৌরশক্তির এই স্থায়ী সমাধান কেবল তাঁর ব্যবসাকে টেকসই করেনি, বরং লাভকে বহুগুণ বাড়িয়েছে। হাস্যোদ্দীপ্ত মুখে সাবিতা বলেনঃ

"সৌর বিদ্যুৎ মেশিন দিয়া সন্ধ্যের পরেও দোকানে লাইট জ্বালায়ে বেঁচা-বিক্রী করতি পারি, বিদ্যুতের জন্যি কোন খরচ লাগেনা। প্রতিদিনই এখন এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার মত থাকে।"

এই সৌর বিদ্যুৎ নির্ভর জীবিকার পথ প্রমাণ করেছে যে, নবায়নযোগ্য শক্তিই পারে প্রান্তিক নারীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নিজেদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়তে।

CamScanner

প্রান্তজন একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যা ২০০৪ সালের ৪ মে মাসে একদল অঙ্গীকারবদ্ধ যুব স্বেচ্ছাসেবীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি গণতান্ত্রিক চর্চা, মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা, যুব উন্নয়ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর সাথে ফেয়ার, গ্রিন অ্যান্ড গ্লোবাল (এফজিজি) তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রান্তজন প্রান্তিক ও জ্বালানী-প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কণ্ঠস্বরকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। লক্ষ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি, কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও সচেতনতা উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি মানবাধিকার লঙ্ঘন তুলে ধরা, নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং জলবায়ু সহনশীলতা ও টেকসই জীবিকাকে প্রমোট করছে, যা ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই জ্বালানি রূপান্তর নিশ্চিত করার এফজিজি তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যে সরাসরি অবদান রাখে।

PRANTOJON, a non-profit voluntary organization founded on 4 May 2004 by a group of committed youth volunteers, works to improve the lives of marginalized communities through the promotion of democratic practices, human rights, gender equality, youth empowerment, and socio-economic development. In collaboration with ActionAid Bangladesh under the Fair, Green, and Global (FGG) III Project, Prantojon plays a vital role in advancing the rights and voices of marginalized and energy-affected communities. Through targeted advocacy, community mobilization, and awareness initiatives, the organization addresses human rights concerns, supports civic participation, and fosters climate resilience and sustainable livelihoods, contributing directly to the FGG III objective of ensuring a fair, just, and inclusive energy transition.

PRANTOJON
the marginal people's organization...

কুলসুম প্যালেস (৯ম তলা), মীরা বাড়ি সড়ক, বটতলা, বরিশাল।
Kulsum Palace (9th floor), Mira Bari Road,Bottala, Barishal.
Email: prantojon.bd@gmail.com, Web: www.prantojon.org, Mobile : 01711-183330

CamScanner